ইত্তেফাক 74
২৯/১২/৮১
পৃষ্ঠা

বাংলা কলেজকে অনতিবিলম্বে সরকারীকরণ করা হউক

তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যখন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল এবং বাংলা ভাষাকে ষড়যন্ত্রের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এই দেশের সংগ্রামী মানুষের কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়েই প্রতিবাদমুখর হইতেছিল তখনই অবাংগালী অধ্যুষিত মীরপুর এলাকায় একটি বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের সাথে পাঞ্জা লড়িয়া শত রক্তচক্ষু ও বাধা-বিপত্তির মুখে বেশ কয়েকজন সংগ্রামী শিক্ষাবিদ আগাইয়া আসেন। কর্মসূচী মোতাবেক বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সকল নীলনকশাই গৃহীত হয় এবং ৫০ বিঘার মত জমিও ক্রয় করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট (যাহার দোতলা সম্পুর্ণ) একটি কলেজ ও ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট (যাহার দোতলা সম্পুর্ণ) একটি হোষ্টেলও তৈয়ারী করা হয়। তখন (১৯৬২) হইতেই ইহা ডিগ্রী কলেজ হিসাবে চালু হয়। সময়ের বিবর্তনে বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী আজ হয়তো বা গৌণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও বাংলা কলেজ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কিন্তু যে সকল মনীষীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত সেই কলেজ আজ সুষ্ঠু ও সুদক্ষ পরিচালনার অভাবে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত।

প্রায় ৫০ বিঘা জমিসহ সুপ্রতিষ্ঠিত কলেজ, হোষ্টেল বিল্ডিং ও উন্নতমানের পরীক্ষাগার সরকার গ্রহণ করিলে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণতো দিতে হইবেইনা, উপরন্তু কলেজ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিরও ব্যবস্থ হইতে পারে। ইহাছাড়া মীরপুর এলাকায় কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় সেই বিবেচনায়ও ইহা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

তাই ঐতিহাসিক কারণেতো বটেই, প্রায় ৩ লক্ষাধিক অধিবাসী অধ্যুষিত মীরপুর এলাকাবাসীদের বহুদিনের দাবী এবং প্রয়োজনীয়তার কথা, উপলব্ধি করিয়া অত্র এলাকাবাসীদের শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলা কলেজকে অনতিবিলম্বে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—খন্দকার মুখলেছুর রহমান, সম্পাদক, ষ্টাফ কাউন্সিল, বাংলা কলেজ, মীরপুর, ঢাকা।